ভোরের কাগজ

তারিখ ... APR 7 ... 1999 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 5

60

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির ১৩টি সুপারিশে মন্ত্রিসভার আপত্তি

৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বিরোধিতা করে সংশোধনের প্রস্তাব

মোস্তফা ফিরোজ : মন্ত্রিসভা প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার সুপারিশে আপত্তি জানিয়েছে। ছাত্র বেতন, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা ব্যয়, ছাত্রদের প্রমোশন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ক্ষমতাসহ অন্তত ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপারিশের সঙ্গে মন্ত্রিসভার মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। এ কারণে দীর্ঘ দুই বছর ধরে নানা পর্যালোচনার পর গত ১৫ মার্চ শিক্ষানীতিটি মন্ত্রিসভা বৈঠকে পেশ করা হলেও তা অনুমোদিত হয়নি।

অতীতের মতো আবারো শিক্ষানীতি নিয়ে যাতে সরকার বিরূপ সমালোচনার মুখে না পড়ে সেজন্য মন্ত্রিসভা এটি আরো পর্যালোচনা করে দেখতে বলেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিটি আরো বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পুনরায় মন্ত্রিসভায় পেশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, মন্ত্রিসভা বৈঠকে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির বিভিন্ন অসঙ্গতি তুলে ধরে বলা হয়, এতে দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা হয়নি। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ প্রসঙ্গে বলা হয়, দেশে ৮৮ হাজার ৫০০ গ্রাম রয়েছে। এসব গ্রামের অনেকগুলোতেই কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। যেগুলোতে আছে তার বিরাট একটা অংশের অবস্থা জরাজীর্ণ। এ অবস্থায় এখনই ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা চালু না করে দেশের সকল গ্রামে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মন্ত্রিসভা বৈঠকে অভিমত প্রকাশ করা হয়।

বৈঠকে বলা হয় ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা চালু হওয়ার পরই কেবল সে স্কুলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। বর্তমান পর্যায়ে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলে যে বিপুল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে বলে মন্ত্রিসভার সদস্যরা অভিমত প্রকাশ করেন।

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে দশম শ্রেণী থেকে অন্তঃপরীক্ষার মাধ্যমে একাদশ শ্রেণীতে প্রমোশনের সুপারিশ প্রসঙ্গে মন্ত্রিসভা বৈঠকে বলা হয়, বর্তমানে দশম শ্রেণীর পর এসএসসি পরীক্ষায় বিপুল পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হতে পারে না। তারপরও উত্তীর্ণদের একটি বড়ো অংশ কলেজগুলোতে আসনসংখ্যা সীমিত থাকায় ভর্তি হতে পারে না। অন্তঃপরীক্ষার মাধ্যমে একাদশ শ্রেণীতে প্রমোশনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে কলেজে উত্তীর্ণের হার ব্যাপকভাবে বাড়বে। ফলে কলেজগুলোতে স্থান সংকুলান করা দুঃসাধ্য হবে। বৈঠকে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বেতনের সমতা বিধানের সুপারিশে আপত্তি তুলে বলা হয়, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বহুলাংশে ছাত্রদের বেতনের ওপরই নির্ভরশীল। এজন্য বেতনের সমতার জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বেতন হ্রাস করার কোনো সুযোগ নেই।

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

শিক্ষানীতি

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষানীতিতে ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তনের প্রস্তাবে দ্বিমত প্রকাশ করে মন্ত্রিসভায় বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিষয়ে ৪ বছরের অনার্স ডিগ্রি কোর্স রয়েছে। অনার্স ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ সকল ক্ষেত্রে ৪ বছরে উন্নীত করা হলে ছাত্র ও অভিভাবকের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ পড়বে। এজন্য মন্ত্রিসভা বৈঠকে কোর্সের মেয়াদ বছরের মাপে নির্ধারণ না করে ক্রেডিট আওয়ার হিসাবে নির্ধারণের সুপারিশ করে বলা হয়, এতে মেধাবী শিক্ষার্থীদের পক্ষে ৪ বছরের কম সময়েও কোর্স শেষ করা সম্ভব হবে।

মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিশেষমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকার যৌক্তিকতা তুলে বলেছে, জাতির স্বার্থে বিশেষ মেধাসম্পন্ন ছাত্রদের পূর্ণ বিকাশের জন্য এটি প্রয়োজন। বর্তমানে ক্যাডেট কলেজগুলোতে এ ধরনের বিশেষমানের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। শিক্ষার সকল ধারায় এবং সকল স্তরে এ ধরনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন যা মেধার উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ওপর ন্যস্তের প্রস্তাবেও মন্ত্রিসভা বৈঠকে দ্বিমত পোষণ করে তা পুনর্বিবেচনার সুপারিশ করা হয়। বৈঠকে সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের জন্য শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করে বলা হয়, বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক নির্বাচনের দায়িত্ব এ কমিশনের ওপর দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না।